Released 8-11-1940

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের নবতম নিবেদন

ঠিকাদার

পরিচালক

প্রফুল্ল রায়

—পরিচয়—

অবনী হালদার ··· দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিকাদার	··· জীবন গাঙ্গুলী	ম্যানেজার	··· রবি রায়
সুখন	··· তুলসী লাহিড়ী	বাগানবাবু	··· সন্তোষ সিংহ
ভিখু	··· সত্য মুখার্জ্জি	ষ্টেশন মাষ্টার	··· প্রবোধ ব্যানার্জ্জি
যাত্রা	··· গিরীন চক্রবর্ত্তী	সাব্ ইন্‌স্পেক্টার	··· নীতীশ মুখার্জ্জি
দলবাহাদুর	··· গোরাচাঁদ গুপ্ত	জেঠমল	··· সুধাংশু গোস্বামী
কাঙ্কা	· সুধীর মিত্র	ছুখিয়া	··· কেনারাম ব্যানার্জ্জি
রামদীন	··· কালী ঘোষ	পুরণ সর্দ্দার	··· পূর্ণেন্দু চৌধুরী
হাতীভোট	··· বৃন্দাবন চ্যাটার্জ্জি	চা-বাগানের কুলি	··· আব্বাসউদ্দিন
মুংরু	··· নিত্যানন্দ গুপ্ত	পুরোহিত	··· উৎপল সেন

এবং

জীতেন সোম, সত্যেন্দ্র ভদ্র, বিনয় মুখার্জ্জি, স্মরদেব রায় (পাঁচু বাবু), ভানু ঘোষ, সন্তোষ দাস (ভুলো) প্রভৃতি—

লতিকা	··· রেণুকা রায়	মুংরী	··· কমলা ঝরিয়া
চঞ্চলী	··· চিত্রা দেবী	মেরী	··· শোভা দেবী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

প্রফুল্ল রায়

কাহিনী—
তুলসী লাহিড়ী

গীতিকার—
শৈলেন রায়

প্রধান ব্যবস্থাপক	বৈজনাথ লাড়িয়া	সঙ্গীত পরিচালক	তুলসী লাহিড়ী
ব্যবস্থাপনা	যামিনী মিত্র	গ্রাম্য সঙ্গীত	আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ
	স্বয়ম্ লাড়িয়া	আবহ সঙ্গীত	পরিতোষ শীল
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী	চার্লস্ ক্রীড		রাজেন সরকার
আলোক চিত্র-শিল্পী	বিভূতি দাস		অমর দত্ত (টোপা বাবু) ও
			[এইচ, এম্, ভি, অর্কেষ্ট্রা]
শব্দ-যন্ত্রী	চার্লস্ ক্রীড্	স্থির চিত্র-শিল্পী	দীনেশ দাস
	মান্নালাল লাড়িয়া	কারু-শিল্পী	মতিলাল
রসায়নাগারিক	জগৎ রায় চৌধুরী	পট-শিল্পী	পুরুষোত্তম
	পূর্ণ চাটার্জ্জী		মণিলাল
চিত্র-সম্পাদক	সুকুমার মুখার্জ্জী	রূপসজ্জাকর	কালিদাস দাশ
	সুধীন্দ্র পাল		ত্রিলোচন পাল।

—সহকারিগণ—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	আশু ব্যানার্জ্জী	আলোক চিত্র-শিল্পী	দিব্যেন্দু ঘোষ
ধারারক্ষী	কুমার সেন	শব্দ-যন্ত্রী	জগন্ময় ব্যানার্জ্জী
ব্যবস্থাপক	লালমোহন রায়	রসায়নাগার	যুগল দাস
			অশোক ব্যানার্জ্জী
			প্রফুল্ল মুখার্জ্জী

[আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

চা-বাগানের দৃশ্যাবলী—
শ্রীযুক্ত মণীশ রায়ের সৌজন্যে মাঝের দাবড়ী টি এষ্টেট্ এ গৃহীত

হাতীর দৃশ্যাবলী—
হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা বাহাদুর কুচবিহারের অনুগ্রহে গৃহীত

প্রচার-সম্পাদক—
গোলাপ রতন বাজপেয়ী

চিত্রপরিবেশক—
মিঃ এস্, আর, হেমাডের পরিচালনায়—
এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রীবিউটার্স

কাহিনী

বাংলার সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে সুন্দর এক সূর্য্যোদয়! সভ্যতার আবেষ্টন চা-বাগানের রূপ ধ'রে সেখানে বনানীর গহীনতার মধ্যে বিলীন হ'তে চায়! প্রকৃতির সেই অদ্ভুত বৈচিত্র্যের মাঝখানে দেখা গেল অদ্ভুত একটি মানুষ—অটুট তা'র স্বাস্থ্য, বিরাট্ তা'র কর্ম্মশক্তি এবং আরও বিচিত্র তা'র পেশা! বনানী মায়ের দেওয়া সম্পদ নিয়ে নাড়াচাড়া করাই তা'র জীবিকা—সে কাঠের ব্যবসায়ী—সে ঠিকাদার!

এই বিরাট্ দেবদারু বনের নিবিড় ছায়া তলে ফুলের মত সুন্দর একটি মেয়ে চঞ্চলী—কতছলে কতবার তা'র হা'তে ফুল তুলে দেয়—হয়ত আরও কত কী দেয় তা'র সঙ্গে—কিন্তু ঠিকাদার—বিমনা, চির-উদাসীন ঠিকাদার টের পায় না, হয়ত গ্রাহ্যও করে না!

শ্যারোকাটা চা-বাগানে আজ মহা হৈ চৈ! রায় বাহাদুর অবনী হালদার বহু বৎসর পরে তাঁর এই চা-বাগান পরিদর্শন করতে আসবেন। সঙ্গে আসবেন তাঁর কলেজে পড়া মেয়ে লতিকা! ম্যানেজারবাবু টমটম্ নিয়ে ষ্টেশনে গেলেন! খবর পেয়ে ঠিকাদার সুখনকে পাঠাল ম্যানেজারবাবুর পেছনে পেছনে। রায় বাহাদুর এলেন, তাঁর মেয়েও এল সঙ্গে! টমটমের ঘোড়া ক্ষেপে রায় বাহাদুর সেদিনই মারা পড়তেন যদি না ঠিকাদার গাড়ী থামিয়ে তাঁদের প্রাণরক্ষা কোরত!

রায় বাহাদুর বাচলেন বটে, কিন্তু বেঁচে সকলকে খুসী করতে পারলেন না! ওদেশের যারা পুরোণো বাসিন্দে তারা অবনী হালদারকে মনে প্রাণে ঘৃণা কোরত। কারণ, তারা জানত যে অবনী হালদার তাঁ'র বড় ভাই বিহারী হালদারের মৃত্যুর পরে তাঁর নেপালী স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে তাঁর বিষয় ফাঁকি দিয়ে অধিকার করেন। এমন কি তাঁর ভায়ের অসহায় শিশু পুত্রটিরও কোনও সংস্থান তিনি করেন নি!

ঠিকাদার

ঠিকাদার

রায় বাহাদুর নির্ব্বিঘ্নে তাঁর বাংলোয় গিয়ে উঠলেন। এদিকে সহরের মেয়ে লতিকার কাছে অনেক কিছু শেখবার আকাঙ্খায় চঞ্চলী সেখানে হাজির হ'লো। রায় বাহাদুর ইতিপূর্ব্বেই ঠিকাদারকে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলেন! কিন্তু ঠিকাদারের বদলে এলো সুখন্। বল্লু, তার মনিব এখন ব্যস্ত, ফুরসৎ নেই! সুখনের মুখে ঠিকাদারের গুণপণার কথা শুনে লতিকা ঝোঁক ধরল ঠিকাদারের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে সে যাবেই! রায় বাহাদুরের তাতে মোটেই মত নেই। তিনি কোনও রকমে সুখন্‌কে বিদায় ক'রে দিলেন।

সুখন্ গিয়ে ঠিকাদারকে খবর দিল যে রায় বাহাদুর ইনস্পেক্‌শন বাংলোতেই আছেন। ঠিকাদার সেই রাত্রিতে বন্দুক হাতে নিয়ে তা'র বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়ল—একা!

সহরের মেয়ে লতিকা তখন গাইছে গান—শুনছে বনের মেয়ে চঞ্চলী! কথায় কথায় চঞ্চলী জানল ঠিকাদার আসবে পরদিন সকালে! আর তা'র যাওয়া হ'ল না।

ঠিকাদার এলো—চুপি চুপি—চোরের মত! অন্ধকারে লুকিয়ে ওপরে উঠল। এলো রায় বাহাদুরের ঘরের সামনে। অস্পষ্ট আলোকে লক্ষ্য স্থির ক'রে সে বন্দুক তুল্‌লো। কিন্তু কে যেন বলে গেল কত কথা তা'র মনের মধ্যে—তা'র ভেতরকার দানবটাকে ম্লানিত ক'রে দিয়ে গেল কোন্ করুণার উৎস! সে পালাতে গেল চুপি চুপিই! দেখা হ'ল চঞ্চলীর সঙ্গে! কথা হ'ল—সামান্য দু'একটা।

ঠিকাদার

পরদিন সকাল। চা-বাগানের কুলীরা ম্যানেজারের ব্যবহার সম্বন্ধে ঠিকাদারের কাছে নালিশ জানাল, বাগানবাবুই তাদের মুখপাত্র। এমন সময় ম্যানেজার দৈবগতিকে এসে পড়লেন। ঠিকাদারের সঙ্গে তা'র বিলক্ষণ কথা কাটাকাটি হ'ল! স্থির হ'ল কুলীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা নিয়ে ঠিকাদার রায় বাহাদুরের সঙ্গে আলোচনা করবে!

ঠিকাদার আসতে রায় বাহাদুর খুসী হ'লেন এবং তাঁর প্রাণরক্ষা করবার জন্যে কিছু টাকা উপহার দিতে গেলেন। ঠিকাদার তা' নিল না! লতিকা ঠিকাদারের সঙ্গে জঙ্গল দেখতে যেতে চাইল। রায় বাহাদুর রাজী হ'লেন না। লতিকা রাগ ক'রে উঠে গেল! ঠিকাদার চলে গেল! কিন্তু না-হারা মেয়ের কথা বারবার ঠেলতে রায় বাহাদুরের বুকে লাগল! ঠিকাদার তখন বাগানবাবুর বাড়ীতে দুখিয়ার অনুরোধে তা'র বোন মেরীর ছেলের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করছে। এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে রায় বাহাদুর ও তাঁর মেয়ের নাম ক'রে ঠিকাদারকে জঙ্গল দেখতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

ঠিকাদার রাজী হ'ল। বিশেষ কাজ থাকায় ম্যানেজারবাবু যেতে পারলেন না।

তারপর জঙ্গলে নানা বিচিত্র ঘটনার পর আতঙ্কগ্রস্ত এবং অসুস্থ অবস্থায় রায় বাহাদুর ঠিকাদারের বাংলোয় এসে পড়লেন! সঙ্গে লতিকাও!

এ খবর চা-বাগানেও পৌছাল। চঞ্চলী ছুটে এল ঠিকাদারের বাংলোয়, জেনে গেল লতিকা ও রায় বাহাদুর বন্দী,—চা-বাগানে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে জানাল সেই কথা!

রায় বাহাদুর অবনী হালদারের সুখস্বপ্ন গেল ভেঙ্গে! যে নারীকে একদিন তিনি অসহায় ক'রেছিলেন—আজ দেখলেন তা'রই প্রতিমূর্ত্তি একজন নীরব শ্রদ্ধায় পূজো ক'রেছে এতদিন—যে শিশুকে তিনি গৃহহীন ক'রেছিলেন আজ দেখলেন সে কৃতী, সে শক্তিমান, সে প্রতিহিংসা নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! যুক্তি, তর্ক, প্রলোভন কিছুতেই রায় বাহাদুর তাকে বিচলিত করতে পারলেন না! তখন লতিকা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তাকে বোঝাল যে প্রতিহিংসা শুধু প্রতিহিংসারই বীজ বপন ক'রে চলে! দুঃসাহসী বিহারী হালদারের কৃতীপুত্র মতিলাল ঠিকাদার পরাজিত হ'ল—তা'র নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাছে!

ম্যানেজারবাবু এসে পড়লেন তাঁর লোকজন নিয়ে, এলো আইন তা'র সমস্ত শক্তি নিয়ে, বন্দী করল ঠিকাদারকে! যে পরাজিত তা'র লাঞ্ছনা অনিবার্য্য—বুঝল ম্যানেজার—বুঝল চঞ্চলী—রায় বাহাদুর ভাবলেন, এটাই উচিত! কিন্তু ঠিকাদারকে এই শাস্তি দেওয়াটা যে কত বড় ফাঁকি তা' কি কেউ বুঝল না? হয়ত বুঝল একজন—লতিকা—! সে কি করল—এখন সে কি করবে—এরই ওপর নির্ভর করছে এতগুলো জীবন, তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের সব কিছু.........

গীতাংশ

(১)

কালো বউ পথ চায় রে
আহা রাঙা ঠোঁঠে পান খায় রে
কালো বউ গান গায় রে
কাণে তা'র মহুয়ার ফুল দোলে লো!

চন্দ্র সুরুজ মুখে যে তার
লুকিয়া চায়া থাকে
ভোম্‌রা আহা ফুল ভাবিয়া
গুণ্ গুণিয়া ডাকে!
কালোচুলে মেঘ ছায়রে
হানে বুকে তীর যদি ফির্ চোখ তোলে লো!

সোণা বউ কাঁদে হায় রে
দূরে যদি পতি যায় রে
ঘরে থাকা বড় দায় রে
জলে মন টলে মন গান ভোলে লো!

পতি ঘরে কইন্যা যায় রে
প্রাণে প্রাণে বাঁধা হায় রে
রাঙা বউ হাসি চায় রে
কাণে তার মহুয়ার ফুল দোলে লো!

(২)

মনেতে আগুন দিয়া
ডাকে গো বনের টিয়া
দেখা হ'লে বলবে নাগরে!
ধরিতে সোনারি চাঁদ
পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ
রহিতে না পারি আর ঘরে!
বনের বাঘও পোষ মানে সই
মনের মানুষ পোষ মানে কই
তুষের আগুন জ্বালিয়া দিয়া সরে

রে নাগর
তুষের আগুন জ্বলিয়া দিয়া সবে।
খুলিয়া গলারি হার
দিবরে যৌবন ভার

পীরিতি পাগল বড় করে রে
দেখা হ'লে বলবে নাগরে!
বুকে পাথর চাপা দিয়া
সোনার বঁধু যায় চলিয়া
বুকে আমার ঢেঁকির পাড় পড়ে রে
নাগর
বুকে আমার ঢেঁকির পাড় পড়ে!

(৩)

চান্দের বাজারে কন্যা পান বেচিতে যায়
কন্যা প্রাণ বেচিতে যায়
পানেরে তা'র মধুর ছিটা রসের গীত গায়
কন্যা রসের গীত গায় !
চোখ জোড়া তা'র ভোম্‌রা কালা
বুকেতে রসের ডালা
রূপেতে আগুন জ্বলে
ইদি উদি চায় !
মাথার কেশে পরে কন্যা
চম্পা ফুলের মালা
হাসিয়া চাহিলে কন্যা
আঁধার করে আলা !
যুবতীর রাঙা ঠোঁটে
ডালিমের ফুল ফোটে
কলিজা কাটিয়া দিব
রাখো কন্যা পায় !

(৪)

এবার আমায় নাওগো তুমি নাও
এই জীবনের পদ্মটি মোর অশ্রু সায়র জলে
ভুটিয়ে দিয়ে যাওগো তুমি যাও !
পরশ রাগে এবার তবে আলো
অন্ধদীপের ভীরু আঁখির আলো
বিস্মরণের পাষাণ তলে নিঝর বেথা কাঁদে
এবার তারে মুক্ত ক'রে দাও !
রাঙিয়ে আমার ফুলের বুকে রেণু
চাঁদের মত বাজাও তোমার বেণু
অনাদরেই যে ফুল ফোটে চলার পথে তব
চোখের ভুলে সে ফুলটিরে চাও !

(৫)

পৌষের পাহাড়ী বায়
কাঁটা যে বিঁধিলা গায়
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !
তুলিতে লাগিল ব্যথা
কচি কচি চা'র পাতা
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !

খালি যে হাঁড়িয়ার হাঁড়ি
গতরে ব্যথা যে ভারী
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !
ঝড়েতে কাঁপিল ঘর
নাই খুঁটি নাই খড়
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !
পাহাড়িয়া কালাজ্বরে
কুলীরে কাহিল করে
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !
কাবুলিয়া টাকা লিছে
গলার হাঁসুলি বেচে
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !
ধরেতে মরে গো জরু
গোয়ালে মরে গো গরু
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !
চাউল নাই কী যে রাঁধে
ধরেতে ছাইলা যে কাঁদে
নোক্‌রি আর করবো কি মরবো কি মরবো না !

(৬)

মদের চেয়েও মিঠে মাতাল হাওয়া লো
মনকে রাখা বড় দায় লো !
মহুল ফুলের বনে আগুন ছাওয়া লো
যৌবন বাঁধা সে কি যায় লো !
ডাকাত হ'য়ে কেলো পীরিত করে
চোখের ফাঁদে সেকি মনকে ধরে
শঙ্খচিলের মত দমকা এসে
মনকে কেড়ে নিতে চায় লো !
সিঁদেল চোরা ওলো চোরের রাজা
দিনের বেলায় সেকি চাঁদ লো !
ব্যাধের মত বুনো হরিণটারে
প্রেমের জালে আহা বাঁধলো !
পাহাড় ভাঙ্গে নদী কিসের টানে
পাথর বাধা দিলে বাঁধ কি মানে ?
বনের পাখী কাঁদে খাঁচার টানে
যৌবন কী জানি কী চায় লো !

ঠিকাদার

(৭)

সোণার অঙ্গ হইল কালি
পরাণ পিঞ্জরা খালি
উড়ে গেইছে পরাণ পাখী ধইরে আইনে দাও
পাখী, যাওরে যাও বঁধুর দেশে যাও !
চন্দন বৃক্ষের ডালে সোনার কাকাতুয়া
যাওরে যাও বঁধুর দেশে যাও
কহিও দুখেরি কথা আমি কাইন্দে মরি-রে
পাখা কইও তারে আমার মাথা খাও
যাওরে যাও বঁধুর দেশে যাও
পাখী যাও !

(৮)

তুই সাপের মুখে হাত বাড়ালি
দেখ্‌লি চোখে ফুলের স্বপন
মন রে আমার ওরে অবুঝ মন !
দুখের পথেই সুখের বাসা কাঁটার পরেই ফুলের ফসল
বজ্রগাথা মেঘের বুকে তুষার লাগি আছে রে জল !
ঘনায় যদি আঁধার কালো জানিস্ ওরে আসবে আলো
মন আলা যেথায় তার লাগি ভাই আছেরে চন্দন !

সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীভারতলক্ষ্মীর পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি—

সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণের আন্তরিক অনুমোদনের ফলে বাংলার চিত্রজগতে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স বৃহৎ না হ'লেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে। নব নব রসোন্মেষের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিতে বাংলার দর্শকবৃন্দ জানেন এবং তাঁদেরই আন্তরিক সহানুভূতির বলে আমার ক্ষীণ প্রচেষ্টা একাধিকবার সাফল্যে পরিপুষ্ট হ'য়েছে। "চাঁদ সদাগর" এর চিত্ররূপের উদার প্রসারকে তাঁরা অভিনন্দিত করেছেন, "আলিবাবা"-র বিমল রসসৃষ্টি তাঁরা উপভোগ ক'রেছেন, "অভিনয়"-এর নিপুণ সৌকার্য্যের তাঁরা উচ্চ প্রশংসা ক'রেছেন, "পরশমণি"-তে নূতন পরিবেশের মাঝে ব্যক্তিত্ব-প্রধান চিত্রাঙ্কণের প্রচেষ্টাকেও তাঁরা সাদরে গ্রহণ ক'রেছেন।

নূতনত্বের প্রতি তাঁদের এই আন্তরিক আগ্রহ আমাকে দিয়েছে বিপুলতর প্রেরণা। তাঁদেরই রসবোধের ক্রমবর্দ্ধমান সূক্ষ্মতাকে যথোচিতভাবে সম্মানিত করবার আকাঙ্খায় আমার এই নূতন প্রচেষ্টা "ঠিকাদার"। ভরসা করি, এর চরিত্র, এর কাহিনী, এর পরিবেশ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির অন্তর এবং বাহিরের এমন একটি রূপের সন্ধান এনে দেবে যা' এদেশের রসিক সমাজের সমাদর থেকে কখনও বঞ্চিত হ'বে না!

আমার পৃষ্ঠপোষকগণের সহযোগিতা কামনা ক'রে ধন্যবাদ জানাই! তাঁদের দেওয়া উৎসাহ আবার আমাকে রসসৃষ্টির নূতন পথে চালনা করবে, আশা করি।

নিবেদক—

শ্রীকানুলাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সএর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীগোপাল রতন বাজপেয়ী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ৭৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ক্যালকাটা প্রিন্টার্সএর শ্রীনন্দলাল মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের
চিত্র নিবেদন
সতরাত
শ্রেষ্ঠ তারকা-সমন্বয়ে
অভিনব চিত্র
পরিচালক : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী